লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকৃতি, গতিধারা ও বিবর্তন

ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান*

ভূমিকা

উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি প্রক্রিয়া। সীমিত-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপে পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই উন্নয়ন পরিকল্পনার মুল লক্ষ্য। আর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অবশ্যই প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করতে পারবে না। উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি সীমিত রাখার সরকারী কর্মপন্থা এ দিকটির উপরই গুরুত্ব আরোপ করে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি দেশের সঠিক উন্নয়নের রূপরেখা বিধৃত হয়। বিভিন্ন খাত যেমন কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ, সামাজিক অবকাঠামো ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বিভিন্ন কর্মপন্থা (strategies) গ্রহণ করা হয় এবং এ সমস্ত কর্মপন্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থিরীকৃত নীতিমালাসমুহের বিশদ আলোচনা পরিকল্পনা দলিলে স্থান পায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়শীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠার সুচনালগ্নে ১৯৭৩ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি প্রণয়ন করা হয়। ঐ পরিকল্পনা দলিলটিতে বাংলাদেশের সংবিধানের মুল চারটি নীতির প্রতিফলন ঘটে। এই মূলনীতিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ক্যাডারের প্রয়োজনীয়তা এতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারী খাতের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) পর একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনা দলিলেরও কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এরপর পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা দলিল যথা-দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫), তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-১৯৯৫) দলিলসমুহে সরকারী খাত থেকে বেসরকারী খাতের ভুমিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

---

* সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি মুলত একটি নির্দেশক (indicative plan) পরিকল্পনা দলিল। খসড়া এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটিতে উদীয়মান বেসরকারী খাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির নিয়ামকসমূহের যথাযথ বিকাশের পথ সুগম করা হয়েছে।

পরিকল্পনা প্রণয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য এই ধারণার জন্ম দেয় যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। প্রখ্যাত সুইডিশ অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডালও এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলিও উপকৃত হতে পারে। ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত করে। এই বিপ্লবের ফলে সে দেশের সার্বিক উৎপাদনের উপকরণসমূহ যেমন, ভুমি, শিল্প, কলকারখানা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদনের উপকরণসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। পরিকল্পনা প্রণয়নে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি (commitment) ১৯২৬ সালে ব্যক্ত হয় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়।

বলশেভিক বিপ্লবের পর পরই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদনের উপকরণসমূহ সংগঠিত করা সম্ভব হয়নি। সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯১৭ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার স্তর রয়েছে, যা যুদ্ধাবস্থার সাম্যবাদ (War communism) এবং নতুন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (New Economic Policy, NEP) নামে স্বীকৃত। সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ মিঃ এ্যালেক নোভ ১৯১৭ হতে ১৯২১ এই সময়ের সোভিয়েত অর্থনীতিকে বদ্ধ অর্থনীতি (seize economy) বলে বর্ণনা করেছেন, যেখানে কমিউনিজমের অতন্দ্র প্রহরীরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিস্থাপনে সদা তৎপর ছিল। ভি. আই. লেনিন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কোন সুদূরপ্রসারী অবদান রাখতে পারেননি। যুদ্ধাবস্থার সাম্যবাদের এই গতি সোভিয়েত অর্থনীতিতে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯১৩ সালের কৃষি ও শিল্পের প্রকৃত উৎপাদন থেকে ১৯২১ সালের শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন এক-তৃতীয়াংশ এবং কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায়। যার ফলে ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনে যুদ্ধাবস্থা সাম্যবাদের অবলুপ্তি ঘোষণা করে এক নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) গ্রহণ করা হয়। ভি. আই. লেনিনই মুলত এই নতুন অর্থনীতির প্রবক্তা ছিলেন যা ১৯২৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। লেনিনের ভাষায়-

"We must arrange things in such a way that the regular operation of the economy and patterns of exchange charcteristics of capitalism become possible. It must be so for the sake of the people. Otherwise we should not be able to live". (V. I. Lenin, Collected Works, XLV 1970, pp-86)

নতুন অর্থনৈতিক নীতির অধীনে পরিকল্পনার ধারণা স্বচ্ছ ছিল না, কারণ পরিকল্পনা প্রণয়নে মুল উপাদান উপাত্তের (Data) যথেষ্ট অভাব ছিল। এতদসত্ত্বেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধারাকে বিকেন্দ্রীকরণের কোন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করা হয়নি। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৯১৮ সালে স্থাপিত শ্রম ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিল (Council of Labour and Defence, STO) এর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রম ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের একটি অংগ সংগঠন হিসেবে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপ নেয় যা 'গসপ্লান' (GOSPLAN) নামে পরিচিত, যদিও ১৯২০ সালের মার্চ থেকেই রাশিয়ায় বিদ্যুতায়নের জন্যে (State Commission for Electrification, GOELRO) এর অস্তিত্ব ছিল। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর জোসেফ ষ্ট্যালিন ক্ষমতায় এলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারার দিক নির্দেশনায় বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অবশেষে স্থির হয় যে, রাষ্ট্রই হবে উৎপাদনের সকল উপকরণের মালিক।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে বিভিন্নমুখি উৎপাদন কর্মকান্ড পরিচালনার পূর্বে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মুল চালিকাশক্তি ছিল বাজার ব্যবস্থা, যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবহমান ধারায় ব্যক্তি স্বার্থের বিষয়টিই ছিল মুখ্য। পণ্যের মুল্য সাধারণত চাহিদা এবং সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। একই সাথে তা ভোক্তার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ও উৎপাদকের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রব্য মূল্যের কোন প্রভাব নেই, সেখানে অগ্রাধিকার পায় নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত বা বিবেচনা। এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকান্ডের দিক-নির্দেশনা পাওয়ার পর রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে সম্পদের বিভাজন হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারার হ্রাস-বৃদ্ধি বাজার অর্থনীতির মুল বৈশিষ্ট্য; যাকে পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণ বাণিজ্যচক্র (business cycle) বলে অভিহিত করেছেন। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশ দশকের চরম অর্থনৈতিক মন্দা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই মন্দা হতে উত্তরণের পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল কেইন্স এর Public Intervention Philosophy সরকারী হস্তক্ষেপের নীতির মাধ্যমে। কেইন্স প্রণীত *Theory of Employment, Interest & Money* পুস্তকে সরকারী খাতের হস্তক্ষেপের উপকরণসমূহের বিশদ আলোচনা রয়েছে। মূলত কেইন্স সরকারী খাতের মাধ্যমে কার্যকরী চাহিদাকে (Effective Demand) উজ্জীবিত করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর এই দর্শনই পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহের উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ মার্শাল পরিকল্পনার অধীনে প্রণয়ন করা হয়েছিল। পাশ্চাত্যে মূলত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অবয়বেই এই পরিকল্পনা দলিল প্রণীত হয়েছিল, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল মিত্র দেশসমূহের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্বাসন করা। তবে এই পরিকল্পনা বাজার কাঠামোর আওতাধীনেই প্রণীত হয়েছিল। এই পরিকল্পনার পথিকৃৎ ফ্রান্সে উন্নয়ন কর্মকান্ডে যদিও সরকারী ভূমিকা অনেক পূর্ব হতেই স্বীকৃত ছিল, তথাপি যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসনে ১৯৪৫ সালে নতুন আঙ্গিকে পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং প্রদত্ত সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে দাতা দেশসমূহ একটি পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়নকে আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে আরোপ করে।

ফ্রান্সে প্রথম পরিকল্পনা দলিলটি প্রণীত হয় ১৯৪৬ সালে। ফরাসী অর্থনীতিবদি 'জাঁ মনে' (Jean Monnet) পরিকল্পনা প্রণয়ন ধারণার জনক হিসেবে বিশ্বনন্দিত। সাত বছর মেয়াদী এই পরিকল্পনা দলিলটিতে মৌলিক শিল্পের জন্য কতকগুলি বিনিয়োগ কর্মসুচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসনের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা দলিল (১৯৫৪-৫৭) এর কর্মসূচি মৌলিক শিল্পে সীমাবদ্ধ না রেখে তা বহুবিধ শিল্পে সম্প্রসারিত করা হয়। তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৮-৬১) দলিলটিতে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি পরিচ্ছন্ন ও সমন্বিত প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬২-৬৫) দলিলে সামাজিক বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের নীতিসমূহ গুরুত্ব লাভ করে। এই পরিকল্পনা দলিলটির একটি যৌক্তিক অবয়ব ছিল যেখানে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক (১৯৬৬-৭০) পরিকল্পনায় পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পদ ব্যবহারে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা নেয়া হয় যা মূল্যমান পরিকল্পনা (Value Planning) নামে চিহ্নিত হয়। এই পরিকল্পনা দলিলটির যথাযথ বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ পদ্ধতির উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়। ফ্রান্সের তদানীন্তন পরিকল্পনা দলিলসমূহ চারটি স্তরে প্রণয়ন করা হয়েছিল।

পরিকল্পনার প্রকৃতি ও ধরন

নব্বই এর দশকের পর পরিকল্পনার প্রকৃতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা দেয়। সত্তরের দশকের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ক্রমাগত বিপর্যয় দেখা দেয়। এর বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের ফলে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরেই এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাছাড়া, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক দর্শন পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছুতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রথমে বাল্টিক দেশসমূহ এবং পরবর্তীতে অন্যান্য অঞ্চলসমূহ বিচ্ছিন্ন হবার সাথে সাথেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ সমাজতান্ত্রিক দর্শন হতে মুক্ত বাজার অর্থনীতির আবর্তে চলে আসে। অর্থনীতির এই রূপান্তর সনাতন পরিকল্পনার প্রকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য এনে দেয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সম্পদ আহরণ এবং বন্টন মূল্য-নির্ভর হয়ে পড়ে।

তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পনা দলিলসমূহ সুপ্রীম সোভিয়েত এর অনুমোদন সাপেক্ষে আইন হিসেবে স্বীকৃতি পেত। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, কৃষিযোগ্য আবাদভুমি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ইউনিটসমূহে উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য বেঁধে দেয়া হ'ত এবং এই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সরবরাহ করা হ'ত। সে জন্য সোভিয়েত পরিকল্পনাকে Planning by Inducement বলা হ'ত যা Imperative Plan নামে স্বীকৃত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন (Output) এ তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় Innovation বা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এর জন্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় Incentive structure বা ব্যক্তিস্বার্থের অনুপস্থিতি বহুলাংশে দায়ী।

উন্নয়নের উপকরণসমূহ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসার কারণে পরিকল্পনার প্রকৃতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার এই বিবর্তনে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চাপ প্রয়োগের (enforcement) এর যে গুরুত্ব ছিল তা শিথিল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা দলিলটি দিক নির্দেশনার ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা প্রণয়নে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নিয়ামকসমূহ সম্পদের বিভাজনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাস্তবভিত্তিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করার অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের পরিকল্পনাকে নির্দেশক পরিকল্পনা বা 'indicative plan' বলা হয়ে থাকে।

বর্তমান বিশ্বে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদি অর্থনৈতিক কাঠামো অধিকাংশ দেশেই অনুপস্থিত। সেজন্য অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই মিশ্র-অর্থনীতির কাঠামোতে পরিকল্পনা দলিল প্রণীত হয়ে থাকে। যেমন-বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে মিশ্র-অর্থনীতির অবয়বে পরিকল্পনা দলিল প্রণীত হয়। মিশ্র-অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন বেশ কিছু কলকারখানা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকে, যাকে 'Economy's Command Height' বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশেই কোন কোন সরকারী উপযোগ (Public Utility) সমূহ এখনও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে। সরকারী উপযোগে (Public Utility) উৎপাদিত পণ্যসামগ্রি ও সেবার মূল্য নিরূপণে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থাকে। মিশ্র-অর্থনীতির পরিকল্পনায় কোন কোন পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর নিরূপণ সম্পূর্ণ বাজার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কোন কোন পণ্যের মূল্য নিরূপণে বাজার নিয়ামকসমূহের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি থাকে যা সার্বিক সম্পদ বিভাজনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেজন্যে অধিকাংশ বহুজাতিক দাতাসংস্থাসমূহ সম্পদের বিভাজনে পুরোপুরিভাবে বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবয়ব এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের উপর নিয়ন্ত্রণের আলোকে পরিকল্পনা দলিলকে দু'টি আলাদা বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়-

ক) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং (খ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

ক) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঃ সামগ্রিক এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত বহুবিধ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। মিশ্র অর্থনীতির পরিকল্পনায় বাজার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পাশাপাশি অবস্থান করে।

খ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ঃ সমষ্টিগত অর্থনীতির নিয়ামকসমূহের ভারসাম্য মুদ্রানীতি এবং রাজস্বনীতি পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আনয়ন করা হয়। বিষয়টি অনেকাংশে নির্দেশক পরিকল্পনার (Indicative Plan) অনুরূপ। এই জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত ইউনিটসমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করা হয়, যা বাজার ব্যবস্থায় অনেক সময়ই স্বয়ংক্রিয়ভাবে থাকে না।

সময়ের ভিত্তিতে পরিকল্পনার বিভাজন

সময়ের ভিত্তিতে পরিকল্পনা দলিলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন(ক) বার্ষিক পরিকল্পনা, (খ) অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা এবং (গ) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

ক) বার্ষিক পরিকল্পনা (Annual Plan): এক বছরের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে বার্ষিক পরিকল্পনা বলা হয়। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন থেকে সত্তর দশকের শেষ অবধি বার্ষিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে বার্ষিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয় না। উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য বৎসরভিত্তিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে খাতওয়ারীভিত্তিতে তুলে ধরা হয়, সেটি বার্ষিক পরিকল্পনার বিকল্প নয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শুধুমাত্র প্রকল্পভিত্তিতে সম্পদের খাতওয়ারী বরাদ্দ দেয়া হয়। উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বা সম্পদ আহরণের উপর কোন দিক নির্দেশনা থাকে না।

খ) অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা (Intermediate Range Plan)

অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা দলিল চার, পাঁচ অথবা চয় বছর মেয়াদী হতে পারে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা দলিল মূলত পাঁচ বছর মেয়াদী হয়ে থাকে। পাঁচ বছর মেয়াদী এই পরিকল্পনা দলিলে পরিকল্পনাকালীন মোট ব্যয়ের বৎসরভিত্তিতে বিভাজন এবং কোন কোন সময়ে ভৌত লক্ষ্যমাত্রার বৎসরভিত্তিতেও বিভাজন থাকে। এই ধরনের পরিকল্পনা দলিলের কাঠামোতে সামষ্টিক অর্থনীতির পর্যালোচনা প্রথমাংশে থাকে এবং দ্বিতীয়াংশে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপর ব্যষ্টিক (Micro) আলোচনা থাকে।

গ) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Long Term Plan)

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার বিস্তৃতি ১৫ থেকে ২০ বছর মেয়াদী হতে পারে। অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনায় অর্থনীতির কোন সুদূর প্রসারী দিক নির্দেশনা নাও থাকতে পারে। সেজন্যে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ সালে একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করেছিল কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর এই বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি হয়নি। বর্তমান সরকারের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া দলিলটি এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতাধীন নয়, যদিও ১৯৯৬ সালের সরকারী অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে পূর্ববর্তী সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালার তেমন কোন পার্থক্য নেই। বাংলাদেশ সরকার ইত:পূর্বে ১৯৭৮ সালে এবং ১৯৮৩ সালে প্রেক্ষিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন করেছিল কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই রূপরেখা এবং পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের মধ্যে তেমন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়নি।

বর্তমান বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থায় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কার্যকারিতা অনেকাংশেই হ্রাস পাচ্ছে। নিম্নে উপর্যুক্ত তিন ধরনের পরিকল্পনা দলিলের পারস্পরিক সম্পর্ক সময়ের ভিত্তিতে তুলে ধরা হ'ল ঃ

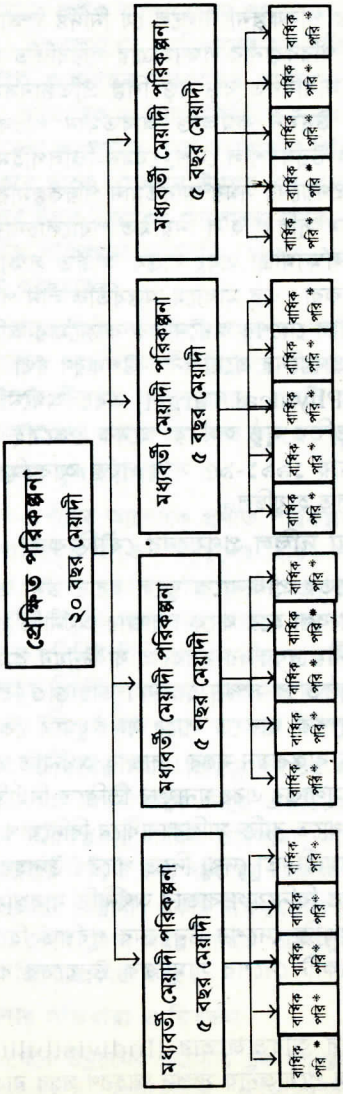

আবর্তমান পরিকল্পনা (Rolling Plan)

এটা সত্যি যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ভৌত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে অনুমিত ধারণার ব্যত্যয় ঘটতে পারে; সেক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা দলিলের সংশোধন প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনার ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সেজন্য কোন কোন সময় আবর্তমান পরিকল্পনা (Rolling Plan) প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। আবর্তমান পরিকল্পনায় মধ্যবর্তী মেয়াদের পরিকল্পনা দলিলে যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা থাকে তা পুনর্বিন্যাস করা হয়। পূর্ববর্তী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তিত অবস্থার নিরিখে সম্পদের প্রাক্কলন করা হয়। সাধারণত বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পৌর করপোরেশন বা পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ড আবর্তমান পরিকল্পনার অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ, যেমন-ফিলিপাইন, পোর্টোরিকো প্রভৃতি দেশের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময় আবর্তমান পরিকল্পনার ধারণা প্রাধান্য পায়। এই পরিকল্পনার অন্যতম সুবিধা হ'ল নিয়মিত পর্যালোচনার এবং যথাযথ পরিমার্জনের মাধ্যমে ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তব অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার পার্থক্য নিরসনে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনার ধারা অব্যাহত থাকে। তবে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর অস্থিতিস্থাপকতার অভাবে আবর্তমান পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা- দক্ষ জনশক্তি, পরিকল্পনার ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (Physical Target) এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা (Financial Target) প্রভৃতির সুষ্ঠু সমন্বয় অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ১৯৯১-৯৫ সাল পর্যন্ত আবর্তমান পরিকল্পনার অধীনে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছিল।

উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের যৌক্তিকতা

উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারী খাতের প্রাধান্যকে তুলে ধরার জন্য প্রায়শই বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা বলা হয়ে থাকে। বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় আয়ের সুষম বন্টন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ যা উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি প্রধান শর্ত, তা অনেক সময় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। তাছাড়াও বিভিন্ন বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকতে পারে যা শুধুমাত্র কেন্দ্রীভূত একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব। বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় বিভিন্ন খাতের বিনিয়োগ মূলত দ্রব্যের মূল্যস্তর এবং মুনাফার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে সেজন্যে কোন কোন সামাজিক খাতে ব্যক্তি মালিকানাধীনে বিনিয়োগ পর্যাপ্ত না হলে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থার অধীনে সম্ভব নয়। কিন্তু একটি শিক্ষিত জনশক্তি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির সাথে একটি দেশের সামাজিক উন্নয়নের ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে।

কোন কোন বিনিয়োগ প্রকল্পের অবিভাজ্যতার (Indivisibilities) কারণে বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ সম্ভব নাও হতে পারে। ভৌত কাঠামো নির্মাণে সেজন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি সুষ্ঠু বিনিয়োগ

পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ হিসেবে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। একটি সমন্বিত দাতা সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে ব্যয়বহুল এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় অনেক সময়ই সমন্বিত নীতিমালার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি মনস্তাত্ত্বিক দিকও থাকতে পারে। ১৯৭৩ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশের সংবিধানের মুলনীতিসমূহের আলোকে প্রণীত এই পরিকল্পনা দলিলে তদানীন্তন সরকারের স্বাধীনতাপূর্ব অর্থনৈতিক মেনিফেষ্টোর প্রতিফলন ছিল। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকার নির্বাচন পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতির রূপরেখা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বিধিবদ্ধ মেয়াদের জন্য পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করে থাকে, যেখানে উন্নয়ন-এর প্রধান লক্ষ্যসমূহ এবং সরকারের গৃহীত নীতিমালার উপর বিস্তারিত আলোচনা থাকে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি (১৯৯৭-২০০২) একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

দ্বিপাক্ষিক এবং বহুজাতিক দাতাসংস্থাসমূহ অনেক সময় প্রকল্পভিত্তিক অর্থায়নে পরিকল্পনা প্রণয়নকে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। উন্নয়নশীল দেশসমুহও তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখার মাধ্যমে দাতাসংস্থাসমূহকে সাহায্য প্রদানে প্রভাবিত করতে পারে।

পরিকল্পনা দলিলের মুল বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক নীতি-দর্শনের আলোকে প্রণীত পরিকল্পনা দলিলে সরকারের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের উদ্দেশ্য বিধৃত থাকে। উন্নয়নের বিবিধ লক্ষ্য যেমন, দারিদ্র বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসকরণ, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি এবং সে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই নীতিসমূহ নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত হয় এবং নীতিসমূহ পারস্পরিকভাবে সংগতিপূর্ণ এবং একে অপরের পরিপুরক হিসেবে কাজ করে।

পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের সময় বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে সমগ্র অর্থনীতিকে নিয়ে একটি মডেল তৈরি করা হয়। এই মডেলের মাধ্যমে পরিকল্পনায় সার্বিক ভারসাম্য, সামঞ্জস্য এবং সীমিত সম্পদের সর্বাধিক কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সাধারণত অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা দলিল (৪ হতে ৬ বছর মেয়াদী) একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে প্রণয়ন করা হয়। কোন কোন সময় বার্ষিক পরিকল্পনা দলিল অন্তর্বর্তী পরিকল্পনা দলিলের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার গতিধারা ও বিবর্তন

নব্বই এর দশক থেকে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে কেন্দ্রীয়

নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সম্পদের বিনিয়োগে সরকারী খাত থেকে বেসরকারী খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও নব্বই দশকের এই পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু আশির দশকেই এই পরিবর্তনের সুচনা হয়। ১৯৮২ সালে লিওনিদ ব্রেজনেভ এর মৃত্যুর পর মিখাইল গর্বাচেভ ক্ষমতায় এলে সোভিয়েত অর্থনীতিতে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের পূর্বে সুপ্রীম সোভিয়েতের একজন সদস্য হিসেবে কৃষিখাতের দায়িত্বে ছিলেন, তখন পর পর ছয় বছর খাদ্য শষ্য উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এই সময় বিকল্প হিসেবে প্রথমে চুক্তিভিত্তিতে ব্যক্তি মালিকানায় চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই উদ্যোগ তেমন সাফল্য লাভ না করলেও সীমিত আকারের পঞ্চাশ বছরের লীজ কর্মসূচি উৎপাদনশীলতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। মিখাইল গর্বাচেভ'এর দৃষ্টিতে সরকারী খাত একটি ব্যয়বহুল এবং অনুৎপাদনশীল খাত হিসেবে বিবেচিত হয়। সেজন্য তিনি সরকারী খাত সংকোচনের জন্য বেশ কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন উৎপাদনের উপকরণ রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে ব্যক্তি মালিকানায় স্থানান্তরিত হতে থাকে, যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনার অবয়বেও প্রকৃতিগত পরিবর্তন আসতে শুরু করে। পরবর্তীতে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়ার ফলে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কতকগুলি প্রজাতন্ত্র কেন্দ্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং বিকল্প হিসেবে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যস্তর নির্ধারিত হয়। প্রশাসনিকভাবে মূল্যস্তর নির্ধারণের সময় চাহিদার সাথে সরবরাহের খুব একটা সংগতি না থাকার কারণে বাজারে পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় ফলে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট আকার ধারণ করে।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থেকে বাজার অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে মূলত তিনটি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত, মূল্যবোধ এবং আইনগত কাঠামো প্রথমাবস্থায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না (Value and Legal system alien to capitalism)। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং জনসাধারণের ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মানসিক প্রস্তুতিও এর অনুকূলে থাকে না। পূর্বতন আইনগত কাঠামোতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং অর্জনের সুযোগ না থাকায় বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় উত্তরণের পথে এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, উত্তরণের প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় রূপান্তর সূচিত হয়। বিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তে সরাসরি মূল্য আরোপিত পণ্য দ্রব্যের বিনিময় প্রক্রিয়ায় বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাছাড়া নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে পণ্য ও সেবার বিনিময়ের জন্য নতুন করে বাজার উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট উৎপাদিত পণ্যের শতকরা ৩০-৭০ ভাগ ভোগ ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রসমূহের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তৃতীয়ত, কর ব্যবস্থার সুষ্ঠু কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় সংকট দেখা দিতে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে

মুদ্রার কোন ভূমিকা না থাকায় সনাতন ব্যবস্থায় যে সব খাত থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা হত সে সব খাতের বিলুপ্তি ঘটার কারণে প্রাথমিকভাবে মুদ্রা ছাপানোর মাধ্যমে বাজারকে প্রভাবিত করা হয়।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়। যথা ঃ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য, পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সমন্বয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি এবং বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের মূল্যস্তরের মধ্যে অসামঞ্জস্য। উত্তরণ প্রক্রিয়ায় এই চারটি বিষয়ের পরিবর্তন পরিকল্পনার কাঠামোতেও আমূল পরিবর্তন সুচনা করে। তবে স্বাভাবিক ধারায় উপর্যুক্ত চারটি বৈশিষ্টের পরিবর্তন পরিকল্পনার কাঠামোতে প্রান্তিক প্রভাব ফেলে। চীন এবং ভিয়েতনামের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ততটা প্রাধান্য না থাকায় বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় উত্তরণে তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি।

বেসরকারী মালিকানাধীনে উৎপাদনের উপকরণ হস্তান্তর এবং বাজারের মাধ্যমে মূল্যস্তর নির্ধারণে সরকারের ভূমিকা সার্বিক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ গৌণ হয়ে পড়ে এবং সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সরকার অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। বাজার ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ সংশোধন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়সমুহে পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন হয়।

ক) একটি সুষ্ঠু আইনগত কাঠামো যার মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানায় সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নিশ্চয়তা থাকে; মুক্ত বাজার অর্থনীতির কাঠামোতে এই নিশ্চয়তা নাগরিক এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধুনা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পদ সংগ্রহে বৈদেশিক অনুদানের পরিবর্তে সরাসরি বিনিয়োগ (DFI) গুরুত্ব পাচ্ছে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত এবং ভৌত অবকাঠামো থাকতে হবে। পরিকল্পনায় এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন;

খ) বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার অবয়ব নিশ্চিতকরণ পরিকল্পনার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই লক্ষ্যে শুল্ক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান এবং উৎপাদনের এককসমূহকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া;

গ) মুদ্রা এবং রাজস্বনীতি সংহতকরণ, যার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায়;

ঘ) অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থায় উন্নয়নের সুফল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বন্টন বিঘ্নিত হতে পারে। বিশেষ করে, কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির অধীনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে সমাজের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহে সাময়িক সংকট সৃষ্টি করে। কাঠামোগত সমন্বয়ের (Structural Adjustment) সময় বিভিন্ন সমস্যা যেমন, বেকারত্ব, ভর্তুকি প্রত্যাহার করার ফলে কোন কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিকার কর্মসূচি (safety net) থাকা বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Parkin. Michael; *Micro Economics*, 2nd edition. Addison Westley. 1993.
2. Melo de Martha. Denizer Cordet & Gelb Alan. *"Pattern of Transition from Plan to Market"*. The World Bank Economic Review. Vol. 10. Sept. 1996. Number-3.
3. United Nations. *Guidelines for Development Planning, Procedure, Methods & Techniques*, New York. 1987.
4. Planning Comission. *Thoughts About Perspective Plan*, Dhaka. Sept. 1983.
5. Planning Commission. *First Five Year Plan*, 1973. Dhaka.